চতুর্দশ অধ্যায়

বেসরকারি খাত উন্নয়ন

[বাংলাদেশের বার্ষিক স্থূল দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)-এ বেসরকারি খাতের অবদান বর্তমানে শতকরা ৮৫ ভাগের অধিক। গুরুত্ব বিবেচনায় বেসরকারি খাতের ভোগ, বিনিয়োগ ও নীট রপ্তানি আয়ের মধ্যে বিনিয়োগ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি বৃদ্ধিতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষতঃ শিল্প ও উৎপাদনশীল প্রকল্পে বিনিয়োগের ফলে দীর্ঘমেয়াদি টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হয়। বাংলাদেশে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের প্রসারকল্পে সরকার বিনিয়োগ-বান্ধব নীতিমালা প্রণয়ন, আইন ও বিধিগত সংস্কার তথা সার্বিক বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। ২০০১-০২ অর্থবছরে মোট ২,৯৬৪টি বেসরকারি প্রকল্পে বিনিয়োগ প্রস্তাবনার অঙ্ক ছিল ১০,৫৪০ কোটি টাকা, যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) দাঁড়িয়েছে ৮২২ টি প্রকল্পে মোট ৪৪,৬৩৮ কোটি টাকা। ব্যক্তিখাতে তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার শিল্পের বিকাশ শিল্প খাতকে গতিশীল করে তুলছে এবং দেশে বিনিয়োগ-সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে অবদান রাখছে। ফলে এ খাতে বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে (জানুয়ারি, ২০১৪ পর্যন্ত) মোট উৎপাদিত বিদ্যুৎ ২৩,২০৪.২৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার যার ৫৩.৪৪ শতাংশই বেসরকারি খাতে উৎপাদিত হয়েছে। সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী সরকার দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করছে। সমাজের সকল স্তরে ডিজিটাল লিটারেসি বৃদ্ধির মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগ এবং ই-গভর্নেন্স, ই-কমার্স প্রবর্তন করা হলে জ্ঞান-ভিত্তিক শিল্পে তরুণদের ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ আধুনিক ও উন্নত বাংলাদেশ গঠন সম্ভব হবে।]

বাংলাদেশের বার্ষিক স্থূল দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)-এ বেসরকারি খাতের অবদান বর্তমানে শতকরা ৮৫ ভাগের অধিক। সুতরাং বেসরকারি খাতের উন্নয়ন ব্যতিরেকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এই খাতের ভোগ, বিনিয়োগ ও নীট রপ্তানি আয় জিডিপি'র প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এদের মধ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি বৃদ্ধিতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বেসরকারি বিনিয়োগ-সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার বিনিয়োগ বোর্ড ও প্রাইভেটাইজেশন কমিশন গঠনসহ ব্যাপক সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ব্যক্তিখাতে তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার শিল্পের বিকাশ শিল্পখাতকে গতিশীল করে তুলেছে এবং দেশে বিনিয়োগ-সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে অবদান রাখছে।

বাংলাদেশে বিনিয়োগ পরিস্থিতি

বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ডের কার্যক্রম

বাজার অর্থনীতিতে বেসরকারি বিনিয়োগের গুরুত্ব বিবেচনা করে বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য সরকার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। ফলে শিল্প ও উৎপাদনশীল কর্মকান্ডে বেসরকারি বিনিয়োগ অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারের বিনিয়োগ-বান্ধব নীতিমালা, আইন ও বিধিগত সংস্কার তথা সার্বিকভাবে বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নের প্রত্যয় এবং সর্বোপরি দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের অব্যাহত অংশগ্রহণের ধারা এ সম্ভাবনাকে আরো উজ্জ্বল করছে। বাংলাদেশে শিল্পখাতে বেসরকারি বিনিয়োগ সংক্রান্ত সাম্প্রতিক তথ্যাবলী নিম্নোক্ত সাতটি পর্যায়ে বিশ্লেষণ করে উপস্থাপন করা হলোঃ

- বিনিয়োগ পরিবেশ
- প্রকৃত বিনিয়োগ (স্থানীয় ও বিদেশি)
- বিনিয়োগ নিবন্ধন (স্থানীয় ও বিদেশি)
- মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি
- শিল্পখাতে জিডিপি

- জিডিপির শতকরা হার হিসেবে বেসরকারি বিনিয়োগ
- কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা

বিনিয়োগ পরিবেশ

বিশ্বব্যাংক (World Bank) ও International Finance Corporation (IFC) প্রকাশিত Doing Business 2014 শীর্ষক প্রতিবেদন অনুযায়ী Ease of Doing Business: Global Rank-এ বাংলাদেশের অবস্থান ১৮৫টি দেশের মধ্যে ১৩০তম । তবে বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ২২তম। তাছাড়া ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ৮৬তম এবং ব্যবসা শুরু ও কর প্রদানের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৭৪তম ও ১০০তম স্থানে রয়েছে। নিম্নের লেখচিত্র-১৪.১ এ ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ বিবেচনায় বাংলাদেশসহ কয়েকটি দেশের অবস্থান তুলে ধরা হলোঃ

লেখচিত্র ১৪.১: ব্যবসা বান্ধব পরিবেশঃ বৈশ্বিক পর্যায়ে অবস্থান

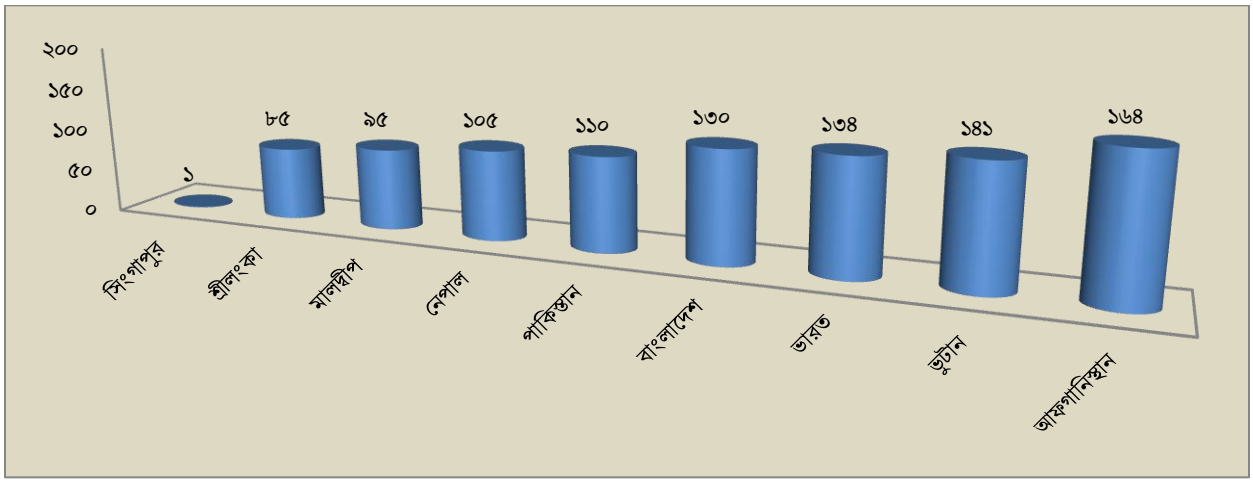

সূত্রঃ Doing Business 2014, IFC, The World Bank

প্রকৃত বিনিয়োগ (বৈদেশিক ও স্থানীয়)

প্রকৃত প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (Foreign Direct Investment-FDI)

বাংলাদেশে প্রকৃত প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিসংখ্যান বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত ষান্মাসিক Enterprise Survey-র মাধ্যমে সংগৃহীত হয়ে থাকে। নিচের লেখচিত্র ১৪.২-এ প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের ধারা তুলে ধরা হলো।

লেখচিত্র ১৪.২: বাংলাদেশে প্রকৃত বৈদেশিক বিনিয়োগের (FDI) সাম্প্রতিক প্রবাহ

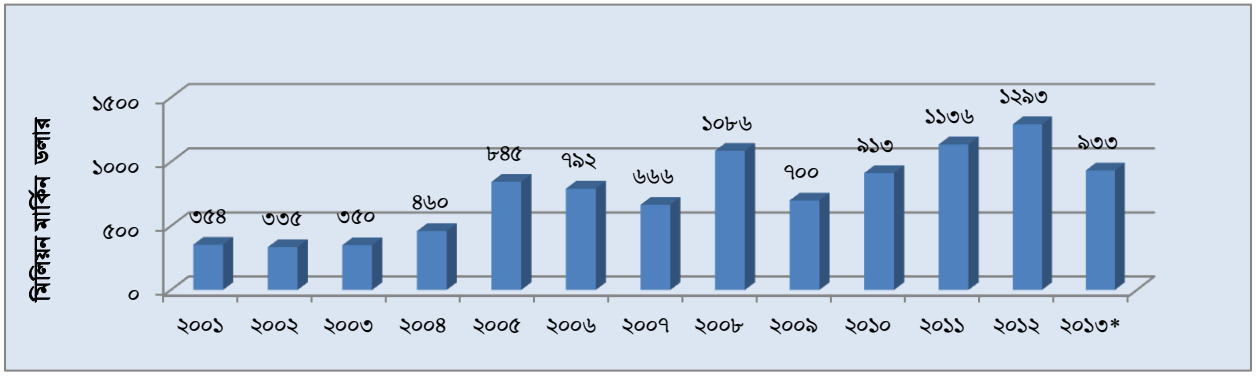

সূত্রঃ এন্টারপ্রাইজ সার্ভে , বাংলাদেশ ব্যাংক * ২০১৩ (জানুয়ারি-জুন)

নিম্নের সারণি ১৪.১-এ বাংলাদেশে প্রকৃত বিদেশি বিনিয়োগের উপাদানভিত্তিক প্রবাহ দেখানো হল; এ সারণি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে প্রকৃত বিনিয়োগ প্রবাহের প্রধান উপাদান হলো সমমূলধন। এরপর রয়েছে যথাক্রমে পুনঃবিনিয়োগ ও আন্তঃকোম্পানি ঋণ।

সারণি ১৪.১: বাংলাদেশে প্রকৃত বিদেশি বিনিয়োগের উপাদান ভিত্তিক প্রবাহ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বিনিয়োগ উপাদান	২০০৩	২০০৪	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩*
সমমূলধন	১৫৬.১	১৫৫.৯	৪২৫.৬	৫০৩.৭	৪০১.৬	৮০৯.২৫	২১৮.৫৫	৫১৯.৯৮	৪৩১.৮৫	৪৯৭.৬৩	৪১৭.২৯
পুনঃবিনিয়োগ	১৭০.২	২৩৯.৮	২৪৭.৫	২৬৪.৭	২১৩.২	২৪৫.৭৩	৩৬৪.৯৪	৩৬৪.৬২	৪৮৯.৬৩	৫৮৭.৫৩	৩৪৪.৪৫
আন্তঃকোম্পানি	২৪.০	৬৪.৭	১৭২.২	২৪.১	৫১.৫	৩১.৩৩	১১৬.৬৭	২৮.৭২	২১৪.৯০	২০৭.৪০	১৭১.৩৫
সর্বমোট	**৩৫০.৩**	**৪৬০.৪**	**৮৪৫.৩**	**৭৯২.৫**	**৬৬৬.৩**	**১০৮৬.৩১**	**৭০০.১৬**	**৯১৩.৩২**	**১১৩৬.৩৮**	**১২৯২.৫৬**	**৯৩৩.০৯**

সূত্রঃ এন্টারপ্রাইজ সার্ভে , বাংলাদেশ ব্যাংক , *জুন ২০১৩ পর্যন্ত

প্রকৃত স্থানীয় বিনিয়োগ

নিবন্ধিত স্থানীয় বেসরকারি বিনিয়োগ প্রস্তাবনাগুলোর প্রকৃত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কোন আনুষ্ঠানিক পরিসংখ্যান বিদ্যমান না থাকলেও বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত নমুনা জরিপের মাধ্যমে জানা যায় যে, এ সব স্থানীয় বিনিয়োগ প্রস্তাবনার মধ্যে প্রায় ৬৮ শতাংশ-ই বাস্তবায়িত হয়েছে অথবা বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে।

যৌথ বিনিয়োগ নিবন্ধন (স্থানীয় ও বৈদেশিক)

বিনিয়োগ কার্যক্রম শুরুর প্রাথমিক ধাপ হলো বিনিয়োগ নিবন্ধন, যা পরবর্তীকালে প্রকল্প সংক্রান্ত সার্বিক সম্ভাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে বাস্তবায়ন করা হয়। ২০০১-০২ অর্থবছরে মোট ২,৯৬৪টি বেসরকারি প্রকল্পে বিনিয়োগ প্রস্তাবনার অঙ্ক ছিল ১০,৫৪০ কোটি টাকা, যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৪ এ দাঁড়িয়েছে ৮২২টি প্রকল্পে মোট ৪৪,৬৩৮কোটি টাকা। ২০০১-০২ অর্থবছর হতে বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধিত প্রকল্পসমূহের বছরওয়ারি তথ্য সারণি ১৪.২-এ তুলে ধরা হলোঃ

সারণি ১৪.২: বেসরকারি বিনিয়োগ নিবন্ধন

অর্থবছর	স্থানীয় বিনিয়োগ প্রস্তাবনা		বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রস্তাবনা		মোট প্রস্তাবনা		প্রবৃদ্ধি (%)
	প্রকল্প	কোটি টাকা	প্রকল্প	কোটি টাকা	প্রকল্প	কোটি টাকা	
২০০১-০২	২৮৭৫	৮৮০৬	৮৯	১৭৩৪	২৯৬৪	১০৫৪০	-২৮.৮০
২০০২-০৩	২১০১	১১৬৫৩	১০৪	২০৬৭	২২০৫	১৩৭২০	+৩০.১৭
২০০৩-০৪	১৬২৪	১৩৫৪৬	১৩০	২৬৪৪	১৭৫৪	১৬১৯০	+১৮.০০
২০০৪-০৫	১৪৬৯	১৪০০৫	১২০	৫২৯৮	১৫৮৯	১৯৩০২	+১৯.২২
২০০৫-০৬	১৭৫৪	১৮৩৭০	১৩৫	২৪৯৮৬	১৮৮৯	৪৩৩৫৬	+১২৪.৬২
২০০৬-০৭	১৯৩০	১৯৬৫৮	১৯১	১১৯২৫	২১২১	৩১৫৮৩	-২৭.১৫
২০০৭-০৮	১৬১৫	১৯৫৫৩	১৪৩	৫৪৩৩	১৭৫৮	২৪৯৮৬	-২০.৮৯
২০০৮-০৯	১৩৩৬	১৭১১৭	১৩২	১৪৭৪৯	১৪৬৮	৩১৮৬৭	+২৭.৫৪
২০০৯-১০	১৪৭০	২৭৪১৪	১৬০	৬২৬১	১৬৩০	৩৩৬৭৪	+৫.০০
২০১০-১১	১৭৪৬	৫৫৩৬৯	১৯৬	৩৬৫২৪	১৯৪২	৯১৮৯৩	+১৭৩
২০১১-১২	১৭৩৫	৫৩৪৭৬	২২১	৩৪৪১৬	১৯৫৬	৮৭৮৯৩	-১০.০০
২০১২-১৩	১৪৫৭	৪৪৬১৫	২১৯	২২০৭২	১৬৭৬	৬৬৬৮৭	-২৪.০০
২০১৩-১৪*	৭৩৯	২৬৮১৪	৮৩	১৭৮২৫	৮২২	৪৪৬৩৮	-৩৩.০৬

সূত্রঃ বিনিয়োগ বোর্ড, * ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত

সম্পূর্ণ স্থানীয় বিনিয়োগ নিবন্ধন

২০০৬-০৭ অর্থবছরে স্থানীয় বিনিয়োগ নিবন্ধনের পরিমাণ ছিল মোট ১৯,৬৫৮.০৯ কোটি টাকা যা, ২০১৩-১৪ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) ২৬,৮১৩.৩৭ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। স্থানীয় বিনিয়োগে নিবন্ধিত শিল্পের খাতভিত্তিক বিবরণ সারণি ১৪.৩ এ তুলে ধরা হলোঃ

সারণি ১৪.৩: স্থানীয় বিনিয়োগে নিবন্ধিত শিল্পের খাতভিত্তিক বিবরণ

(কোটি টাকা)

বৃহৎ খাতের নাম	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪*
কৃষিভিত্তিক শিল্প	৮১৬.১৮	৯৫১.১১	৮২২.৩৩	২৩২৫.১০	৫২০০.৬৯	৬১১৯.৬	৫৪৬৫.৪১	৩১৩৭.৫৭
ফুড এন্ড এলাইড	৪২৬.৫৬	৪৩৭.০৭	৪০২.৭৬	২১৫৭.৩৭	১৭৪৪.০৪	১০৮২.২	৮৮৩.৭৫	১৩৯৬.২২
টেক্সটাইল শিল্প	১৩৫৮৪.৮৪	১১০০৯.১৮	৭৯৪৫.১২	৮৯৬৬.১৯	১৫৪০৩.৬৫	১০৫৫৭.৬	১৭২৮০.৩৬	৩৫১৮.০৭
প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং	৫৭৮.৬৫	৩৬৬.৮৪	১৮০.১৩	২৭৩.৯০	২৫৫.৬১	৪১৫.১	৫১৫.৬৯	২৪৪.৭২
ট্যানারি এন্ড লেদার শিল্প	৭৩.৭৮	২০.২৭	৩৩.০৪	২১৮.৮৪	২০১.৮৩	১৩৮.৬	২৯০.৭৬	৩৯৯.২২
কেমিক্যালস শিল্প	১৫২৩.৪২	২২৩৬.৪৭	৩০৫৫.৫৯	৭৭৪৬.২৮	৬৫০৯.২৩	৯৫৪৯.১	৭৫০৪.৮৯	৩৮৮৩.৭৩
গ্লাস এন্ড সিরামিক শিল্প	৯৬.৯১	১৭৫.০১	৪০৫.৫২	৭৩.০২	২০৭.৬৪	২৪০.০	১৮৫.২৭	৪৭১.৭০
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প	৯৫৯.৬২	১৮৫৬.৮৭	২৭৬১.৫৮	২৯৩৫.২১	৩৫৮৬.১৬	৪৯৫৮.২	৩১৯০.২৪	২২৬৮.৩৭
সার্ভিস শিল্প	১৫৩৪.১৬	২৩৫৬.৭৭	১৪৬৪.৮৯	২৬২২.৪৭	২২২৩১.৭০	১৫৫০৬.১	৮৭২৬.৭৯	১১২৭১.৪২
বিবিধ শিল্প	৬৩.৯৭	১৪৩.৪২	৪৬.৫৩	৯৫.৩০	২৮.৪৯	৪৯১০.১	৫৭১.৬৪	২২৬.৯৪
মোট	**১৯৬৫৮.০৯**	**১৯৫৫৩.০১**	**১৭১১৭.৪৯**	**২৭৪১৩.৬৯**	**৫৫৩৬৯.০৫**	**৫৩৪৭৬.৬**	**৪৪৬১৪.৮৫**	**২৬৮১৩.৩৭**

সূত্রঃ বিনিয়োগ বোর্ড, * ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত।

খাতভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, নিবন্ধনের হার সর্বোচ্চ (৪২ শতাংশ) সার্ভিস শিল্পে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য খাতগুলো হলো কেমিক্যালস শিল্প (১৪ শতাংশ), টেক্সটাইল শিল্প (১৩ শতাংশ) ও কৃষিভিত্তিক শিল্প (১২ শতাংশ)। স্থানীয় বিনিয়োগে প্রস্তাবনার খাতভিত্তিক বিবরণ লেখচিত্র ১৪.৩ এ তুলে ধরা হলোঃ

লেখচিত্র ১৪.৩: ২০১৩-১৪ অর্থবছরের (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) স্থানীয় বিনিয়োগে প্রস্তাবনার খাতভিত্তিক বিবরণ

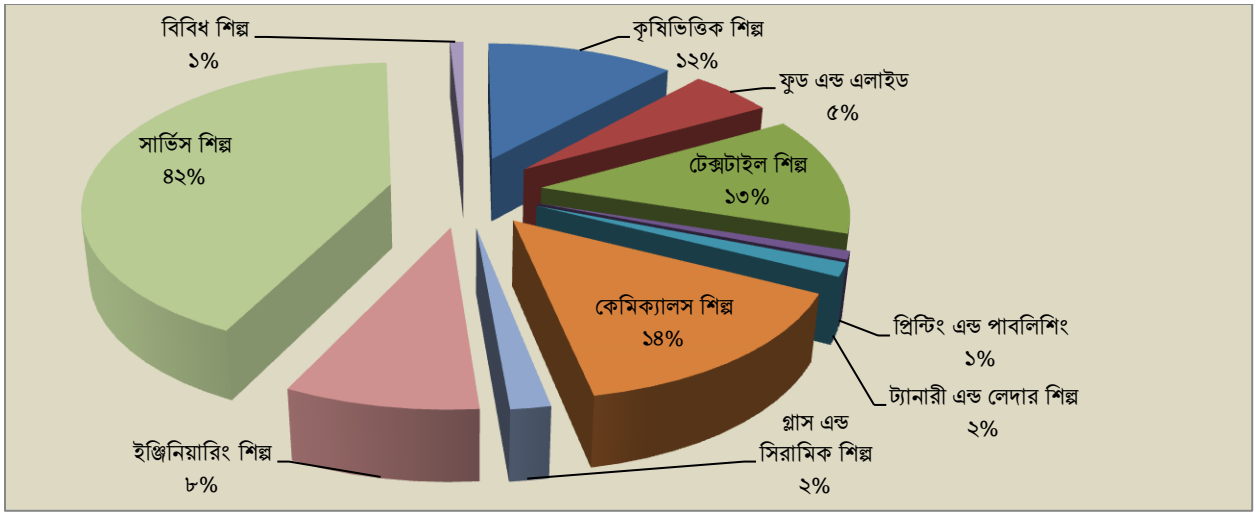

সূত্রঃ বিনিয়োগ বোর্ড, * ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত

সম্পূর্ণ বিদেশি ও যৌথ মালিকানাধীন বিনিয়োগ নিবন্ধন

২০১৩-১৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগে মোট ৮৩টি নতুন প্রকল্প নিবন্ধিত হয়েছে, যাতে প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ১,৯৮২.৬১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। নিবন্ধিত নতুন বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার প্রধান খাতগুলো হলো সেবা, বস্ত্র ও কৃষিভিত্তিক। সারণি ১৪:৪ এ বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ নিবন্ধন শিল্পের খাতভিত্তিক তথ্য সন্নিবেশিত হলো।

সারণি ১৪.৪: বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ নিবন্ধন শিল্পের খাতভিত্তিক তথ্য

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বৃহৎ খাতের নাম	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪*
কৃষিভিত্তিক শিল্প	১৫.৯৩	৩৬.৪২	৩৫.৪৮	২২.৫৬	৩০.১৩	১২৫.৫৫	১৬৫.৬৫	৯৪.৭৭	২৮.৭০
ফুড এন্ড এলাইড শিল্প	১.২২	৩.০১	১.৯০	২.০০	০.০৯	৯.৮০	৭৭.০৫	১৩.৩৯	৪.৩৪
টেক্সটাইল শিল্প	১১৪.০৮	১৮১.০৩	২৭৪.৮৭	৩৬.৪০	৭২.৫২	১৬০.১৪	২৬৫.৫৮	৫৫.৪৭	০.৮২
প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং	০.১৫	৪.৪৩	০	০	২.৭০	০	০.৫৬	০	০
ট্যানারী এন্ড লেদার শিল্প	৬.৮৮	৮.৩৯	০.৩৮	২.১৫	১৩.৬৬	৫.১১	৭৮.২৭	৫৭.২৯	৩০.৯৪
কেমিক্যালস শিল্প	১৮৭৮.১৯	৪৪.৫৬	৫৭.৪৪	৫.৮৫	৬১.৭০	৬৯.৫৩	১৪৬.৪৯	২৯.৬৬	১৩.৭৭
গ্লাস এন্ড সিরামিক শিল্প	০	০	০.১৭	১৭.৭০	০	২৬.৩৭	১০.০৪	১.৬৮	০
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প	২৩.২০	২৫.৯১	৭৭.৫৮	১২১.১৮	১৭.৩৬	১২৮৮.৭৩	২৪৪০.১৩	২৩.৬৯	২২২.৩৮
সেবা শিল্প	১৩১৩.৮৬	১১৫৬.৩৬	১৭৬.৫১	১৮৬৩.৮৪	৬৫১.২০	৩৪২৮.৭২	৩১১.৬৬	২৪৮৩.৭৫	১৬৭৯.১৪
বিবিধ শিল্প	০	০.৬২	০.০৫	০	০.০৯	০.৭৩	০.১২	৪৬.৫৭	২.৪৯
মোট	**৩৩৫৩.৫০**	**১৪৬০.৭২**	**৬২৪.৩৬**	**২০৭১.৬৮**	**৮৪৯.৩৮**	**৫১১৪.৭১**	**৩৪৯৫.৬১**	**২৮০৬.৩০**	**১৯৮২.৬১**

সূত্রঃ বিনিয়োগ বোর্ড, * জানুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত

খাতভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, সেবা খাতে নিবন্ধনের হার সর্বোচ্চ (৮৫ শতাংশ)। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য খাতগুলো হলো প্রকৌশল শিল্প (১১ শতাংশ), কেমিক্যালস শিল্প (১ শতাংশ) ও কৃষি শিল্প (১ শতাংশ)। লেখচিত্র-১৪.৪-এ নিবন্ধিত বিদেশী ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার খাতভিত্তিক বিবরণ তুলে ধরা হলোঃ

লেখচিত্র ১৪.৪: ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার খাতভিত্তিক বিবরণ

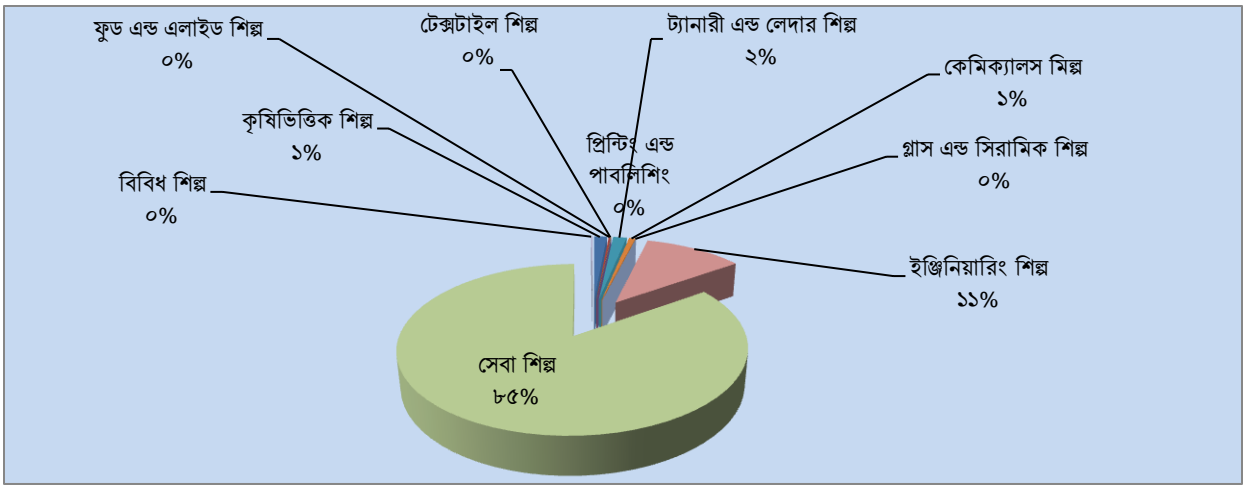

*** সূত্রঃ** মাসিক প্রতিবেদন, নীতি ও পরিকল্পনা, বিনিয়োগ বোর্ড

বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার দেশভিত্তিক বিবরণ

২০১৩-১৪ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত নিবন্ধিত নতুন বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রকল্পগুলোর অঞ্চল হিসেবে পূর্ব এশিয় দেশসমূহ হতে প্রাপ্ত বিনিয়োগ প্রস্তাবনার পরিমাণ সর্বাধিক। এরপর রয়েছে দক্ষিণ, পূর্ব ও পূর্ব- পশ্চিম এশিয়া, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, উত্তর আমেরিকা এবং সিআইএসভুক্ত অঞ্চল। সারণি ১৪.৫-এ দেশভিত্তিক বিদেশি ও যৌথ প্রকল্পগুলোর বিবরণ তুলে ধরা হলোঃ

সারণি ১৪.৫: নিবন্ধিত বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনাগুলোর দেশভিত্তিক বিবরণ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

ক্রঃনঃ	বিদেশি/যৌথ বিনিয়োগের উৎস	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪*
১	কেএসএ	১৭৩২.৫৮	৪৭১.৮২	৭.০৮	২.৩৬	০	০
২	ইউএসএ	১৫.৩৫	১৪৩.৬২	৮৪৬.৭১	৭.৯২	১১০.৪৯	৮১.৭৮
৩	থাইল্যান্ড	৫৪.৯১	৩.০৪	৯৭.৫২	২০১.২৮	৮১.৪৮	০
৪	ভারত	৫৮.৮৫	১৫.৫১	৬৮.০২	১৯৭.৪৪	২১২০.৬৪	১৫৭.২২
৫	দক্ষিণ কোরিয়া	২৩.৮৭	৩২.৪৭	৩২৭৭.৭৪	২৪৪৭.৯৮	১১.৩৬	৪.২১
৬	মালয়েশিয়া	১.২৯	৫.৪৭	১৩৭.১২	১২.৫৬	৭.২৬	১.৭২
৭	দি নেদারল্যান্ডস	১৫.৫১	১৬.০৩	১১৩.৩৫	১৩৭.১৫	৩.৬২	০.৩৪
৮	চীন	১৯.০৩	২৮.০৫	৭২.২২	৪৯.২৬	১৬৪.৭৩	১৬৭৬.১৯
৯	ইউকে	৬.৮৭	৪.৩৮	৮.৮৭	৭.৩৫	৬০.৬৮	০
১০	পাকিস্তান	৪.৫৮	১.২৪	১৯.৬০	৩.৯৮	০.৯১	০.০১
১১	জাপান	৭.১৭	৬.৮০	১৪.৯৯	৮১.৭৯	৩৫.৪২	৮.১৮
১২	ডেনমার্ক	৪.২৮	১.২০	০.৬৯	৩.৪৩	৩.৯৬	১.০৬
১৩	শ্রীলঙ্কা	২.২১	১.১২	১.০৫	৯৯.৪৩	৮৯.৯৩	০.১৯
১৪	কানাডা	১.১৮	১.২০	১.৮৪	৪.৪৮	৪.২৪	০
১৫	তাইওয়ান	২.৮৪	১০.৯৬	২১.৬৪	৬.৬২	১.৫০	৩.৬৮
১৬	সিঙ্গাপুর	১.০২	৪.৬৪	১৩৩.১১	৯২.৩১	১৬.৩০	১১.২৬
১৭	তুরস্ক	০.৬১	০.৪০	২.৬১	৪.৭৭	৪.৪৬	০
১৮	ইতালী	০.১৭	৪.০৭	৩.৯০	১.৯০	০.৮৪	১.৩২
১৯	হংকং	৫.৭০	৬১.৮১	৪৫.১১	১৬.১৭	২৩.৬৭	২.০৫
২০	আফ্রিকা	০	০	১.৪২	০	০	০
২১	আর্মেনিয়া ও রাশিয়া	০.৮৩	০	৩.৫৭	০	০	০
২২	বার্মুডা	০	০	০.৪৯	৩১.৫৮	০	০
২৩	ফ্রান্স	২.২৪৯	০	১.১২	৯.৪৫	২.৩৩	০
২৪	ইন্দোনেশিয়া	১৭.১৩	০	১.৯৪	০	০	০
২৫	লেবানন	০	০	২৫.০৯	০	৪৬.৪৩	০
২৬	মরিশাস	০	০	১.৩৫	৪.৬০	০	৫.১৩
২৭	ফিলিপাইনস	০	২০.২৮	৬.৭৪	০	০	০
২৮	সুইডেন	০.৮৯	৩.০৭	১০১.৭০	১.৪৮১	০.০৯	০
২৯	সুইজারল্যান্ড	০	০	০.৭০	১১.৭০	১.৭৮	০.৫১
৩০	ফিনল্যান্ড	১.১৩	২.৯৮	১.৪২	০.৭২	০	০
৩১	ইউএই	১৭.৬৯	০	১০.৬৩	১.৯৪	১.০৩	০
৩২	ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড	০	৩.১৯	০.৮৮	৬.৬৮	০	০
৩৩	জার্মানী	৭২.৪৪	২.১৪	৮৩.৮৮	২৬.৭২	০.৩১	০
৩৪	অস্ট্রেলিয়া	০.৭০	৩.৬৮	০.১০	০.১৩	০	০

ক্রঃনঃ	বিদেশি/যৌথ বিনিয়োগের উৎস	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪*
৩৫	গ্রীস	০.৪১	০.১৫	০.২৬	০	০	০
৩৬	পর্তুগাল	০	০	০	০	০	০
৩৭	স্পেন	০.১৮	০	০	২.৮৮	০.৯৮	০.০৩
৩৮	পোল্যান্ড	০	০	০	০	০	০
৩৯	বেলজিয়াম	০	০	০	১.২৭	০	০
৪০	মিশর	০	০	০	০	১.১৫	০
৪১	হাঙ্গেরী	০	০	০	০	১.২২	০
৪২	নরওয়ে	০	০	০.২২	২২.৭১	০.১২	০
৪৩	ভিয়েতনাম	০	০	০	০	০	০
৪৪	জর্দান	০	০	০	০.৬৫	০	০
৪৫	কুয়েত	০	০	০	০.৯৮	০	০
৪৬	অস্ট্রিয়া	০	০	০	০	০	০
৪৭	মাল্টা	০	০	০	৩.১২	০	০
৪৮	লিবিয়া	০	০	০	০	১.১৭	০
৪৯	নাইজেরিয়া	০	০	০	০	০.৬৩	০
৫০	গিনি	০	০	০	০	১.১৬	০
৫১	সার্বিয়া	০	০	০	০	০.২০	০
৫২	ইয়েমেন	০	০	০	০	০	২৭.২৯
মোট		**২০৭১.৬৮**	**৮৪৯.৩৮**	**৫১১৪.৭১**	**৩৫০৫.০২**	**২৮০০.১১**	**১৯৮৫২.১৮**

সূত্রঃ আইআইএমসি অধিশাখা, বিনিয়োগ বোর্ড * সাময়িক

মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি

শিল্পায়নের ধারার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হিসেবে মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির হারকে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত প্রায় ১,৩৯২ মিলিয়ন ডলার মূল্যমানের মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি করা হয়েছে। নিচের লেখচিত্র ১৪.৫-এ ২০০১-০২ অর্থবছর হতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ধারা তুলে ধরা হলোঃ

লেখচিত্র ১৪.৫: মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ধারা (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

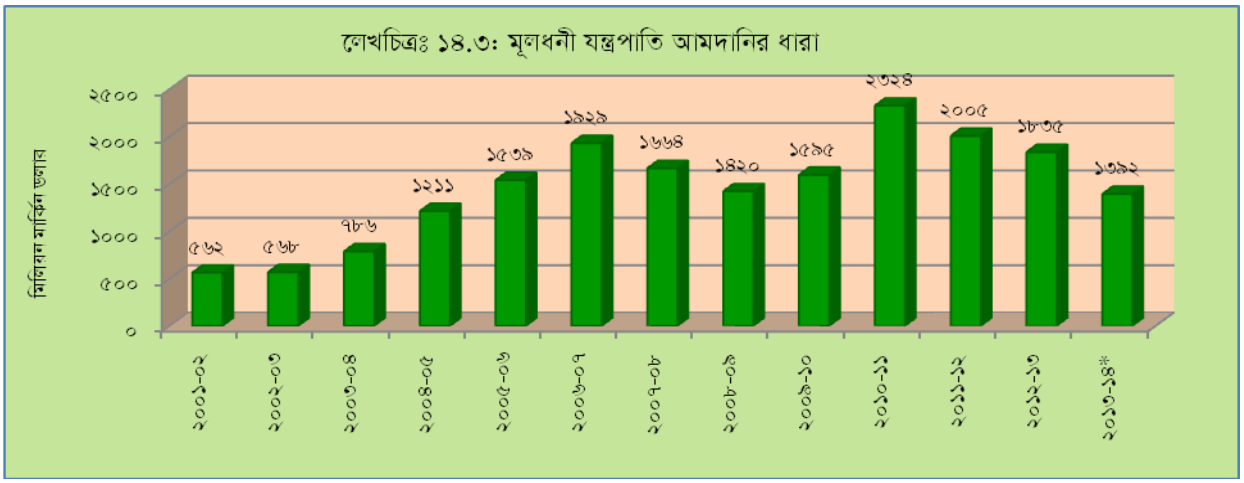

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, * জানুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত।

শিল্প (manufacturing) খাতে জিডিপি

শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধি জাতীয় আর্থ-সামজিক কর্মকান্ডে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। এসবের মধ্যে রয়েছে নতুন কর্মসংস্থান, পশ্চাৎ-সংযোগ শিল্প উন্নয়ন, মূল্য সংযোজন, কর্মনৈপুণ্য উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি ইত্যাদি। বাংলাদেশের জিডিপির কাঠামোতে শিল্প খাত ক্রমশঃ অন্যান্য খাতের উপর প্রাধান্য লাভ করছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ম্যানুফেকচারিং খাতের সাময়িক হিসেবে প্রবৃদ্ধির হার ৮.৬৮ শতাংশ। লেখচিত্র ১৪.৬ এ ম্যানুফেকচারিং শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধির ধারা তুলে ধরা হলোঃ

লেখচিত্র ১৪.৬: ম্যানুফেকচারিং শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধির ধারা

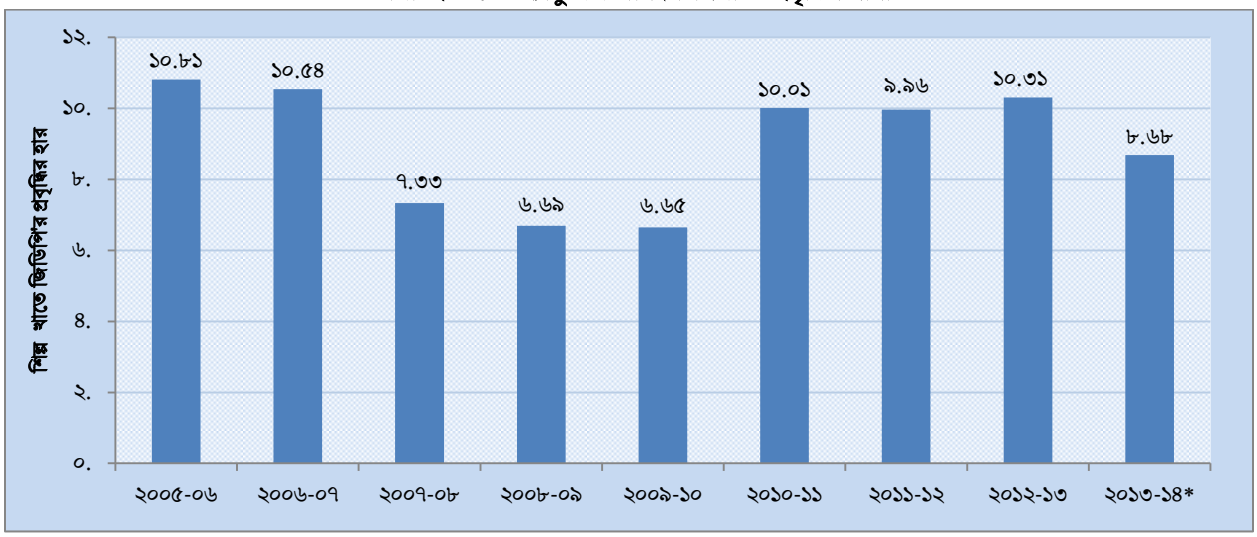

সূত্রঃ বিবিএস *সাময়িক

গ্রাহকমুখী, স্বচ্ছ, সহজ এবং দায়িত্বশীল সেবা ও সহায়তা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির এ ধারা অব্যাহত রাখা যায়। এজন্য বিনিয়োগ বোর্ডে Online Service Tracking System চালুসহ বিনিয়োগ বোর্ডের Registration প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ Online-এ সম্পন্ন করার ব্যবস্থাটি চালু করা হয়েছে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (Small and Medium Enterprises-SMEs)

বেকার সমস্যা সমাধানের একটি সম্ভাবনাময় খাত হলো ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প। এ শিল্পের মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির অবারিত সুযোগ রয়েছে। ব্যবসায়িক কর্মকান্ডকে উৎসাহিতকরণ ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও এ খাত প্রশংসনীয় অবদান রাখছে। এ সব সম্ভাবনাকে সামনে রেখে স্বল্প আয়ের জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী-পুরুষের বৈষম্য লাঘবে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পে ঋণ বিতরণে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণসহ এ শিল্পের বিকাশ ও সম্প্রসারণের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা ২০১৩-১৪ অর্থবছরেও অব্যাহত আছে।

বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংক এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প অর্থায়ন ও উন্নয়নে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে এসেছে। দেশে কার্যরত ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ২০১৩-১৪ অর্থবছরের (ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত) ৬,৪২,৬৭৪ টি প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে সর্বমোট ১৭৭,০২০.০৩ কোটি টাকার এসএমই ঋণ বিতরণ করেছে। অন্যদিকে, নারী উদ্যোক্তাদের অনুকূলে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের (ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত) ৮৯,৮৭৪ টি প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে সর্বমোট ৬,০৭৮.০৩ কোটি টাকার এসএমই ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

শিল্প ঋণ

শিল্পের বিকাশের জন্য শিল্প ঋণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক উপাদান। বিগত বছরগুলোতে বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে শিল্পঋণ বিতরণ ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানের প্রয়াস অব্যাহত থাকার ফলে দেশে শিল্প ঋণ বিতরণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে । ২০১২-১৩ অর্থবছরে শিল্প খাতে বিতরণকৃত ও আদায়কৃত ঋণের অঙ্ক যথাক্রমে ১,৪৫,৬৯৩.৮৭ কোটি টাকা ও ১,২২,০৪৫.৫৫ কোটি টাকা। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত শিল্প খাতে বিতরণকৃত ও আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৮০,৩৫৫.৭৫ কোটি টাকা ও ৭৪,৪৫৭.৪৯ কোটি টাকা।

বেসরকারি খাতে বিনিয়োগের ধারা

বাংলাদেশের মোট বিনিয়োগের প্রায় ৭৫ শতাংশ-ই হচ্ছে বেসরকারি খাতে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে বেসরকারি খাতে মোট বিনিয়োগের অঙ্ক ছিল ১,৭২,০৫১.২০ কোটি টাকা, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বেসরকারি খাতে সাময়িক হিসেবে মোট বিনিয়োগের অঙ্ক দাঁড়িয়েছে ২,৮৮,৯১১ কোটি টাকা। লেখচিত্র ১৪.৭-এ বিগত বছরগুলোতে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগের ধারা তুলে ধরা হলো।

লেখচিত্র ১৪.৭: বাংলাদেশে বেসরকারি খাতে মোট বিনিয়োগ ধারা

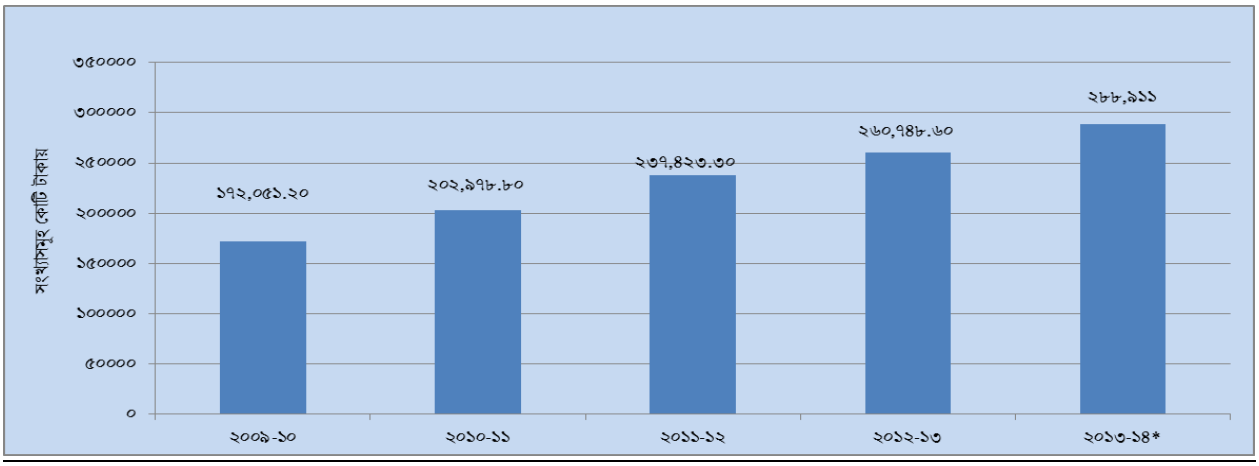

সূত্রঃ বিবিএস *সাময়িক

কর্মসংস্থান সম্ভাবনা

নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির অন্যতম মাধ্যম শিল্পায়ন। সে জন্য শিল্পায়নের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন কৌশলের অন্যতম লক্ষ্য। শিল্পখাতে বিনিয়োগের ফলে ব্যবস্থাপনা, কারিগরি, সুপারভাইজরি এবং দক্ষ-অদক্ষ শ্রমিক পর্যায়ে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধিত প্রকল্পসমূহে ১,২৭,৬১৫ জন লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে। নিচের লেখচিত্র ১৪.৮-এ কর্মসংস্থানের সুযোগ সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপিত হলোঃ

লেখচিত্র ১৪.৮: বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধিত প্রকল্পসমূহে কর্মসংস্থানের সুযোগ (হাজার)

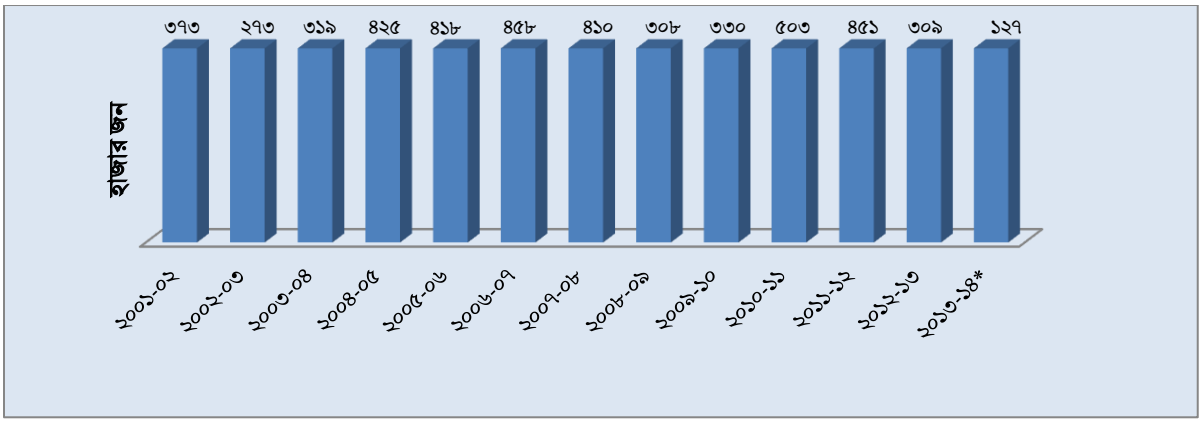

সূত্রঃ বিনিয়োগ বোর্ড, * ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত

চলমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব হতে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে সুরক্ষাদানকল্পে সরকার ইতোমধ্যে বিশেষজ্ঞ টাস্কফোর্সসহ বিনিয়োগ ও শিল্পায়নে উৎসাহ প্রদানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকার (ইপিজেড) বিনিয়োগ পরিস্থিতি

নতুন শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে বেসরকারি খাতকে বিনিয়োগে উৎসাহিতকরণে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জানুয়ারি, ২০১৪ পর্যন্ত ৮টি ইপিজেডে (চট্টগ্রাম, ঢাকা, মংলা, কুমিল্লা, ঈশ্বরদী, উত্তরা (নীলফামারী), আদমজী ও কর্ণফুলী)-এ পুঞ্জীভূত বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ৩,০০১.৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে ইপিজেডগুলোয় মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ২১৬.২৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের চেয়ে ১০.২৬ শতাংশ বেশি। চলতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে ইপিজেড হতে রপ্তানির অঙ্ক ৩,০৮৭.৫৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের চেয়ে ১৫.১৫ শতাংশ বেশি। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ইপিজেড হতে পণ্য সামগ্রী রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৫.৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। জানুয়ারি, ২০১৪ পর্যন্ত ইপিজেডসমূহে ৩,৮২,২৩০ জন বাংলাদেশী নাগরিকের কর্মসংস্থান হয়েছে, যার প্রায় ৬৪ শতাংশ মহিলা।

বেসরকারিকরণ কার্যক্রম

১৯৯৩ সালে বেসরকারিকরণ বোর্ড (বর্তমানে প্রাইভেটাইজেশন কমিশন) গঠনের পর থেকে ফেব্রুয়ারি,২০১৪ পর্যন্ত মোট ৭৭ টি প্রতিষ্ঠান বেসরকারিকরণ করা হয়েছে। এরমধ্যে ৫৬টি প্রতিষ্ঠান সরাসরি বিক্রির মাধ্যমে এবং ২১টি প্রতিষ্ঠান/কোম্পানির শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে বেসরকারিকরণ করা হয়েছে। প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের সমীক্ষা অনুযায়ী বেসরকারিকরণকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ৪৪টি প্রতিষ্ঠান লাভজনক অবস্থায় চালু আছে। চালু প্রতিষ্ঠানসমূহের অধিকাংশই স্ব স্ব ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় পর্যায়ে রয়েছে এবং জনবল ২৯০ শতাংশের বেশি বেড়েছে। বেসরকারিকরণের লক্ষ্যে প্রাইভেটাইজেশন কমিশন কর্তৃক বর্তমানে ১৯ টি প্রতিষ্ঠান বেসরকারিকরণের কাজ চলছে। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানে অব্যবহৃত জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য ৩৯টি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ১,২৮৮ একর জমি লিজ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের জন্য ১১ সদস্যের একটি কমিটি ও ৫ সদস্যের আর একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত সব-কমিটি এ পর্যন্ত ৩৮ শিল্প প্রতিষ্ঠান সরেজমিনে পরিদর্শন করে অব্যবহৃত ১,৫১৬.৭৪ একর জমির একটি তালিকা প্রস্তুত করেছে। মার্চ, ২০১৪ পর্যন্ত কয়েকটি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্ত ৩২২.০১ একর জমিতে লিজ বরাদ্দের মাধ্যমে নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রস্তাব প্রাইভেটাইজেশন কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।

বস্ত্র খাত

প্রাথমিক বস্ত্র শিল্প দেশের বর্তমান অভ্যন্তরীণ চাহিদার সিংহভাগ এবং রপ্তানিমুখী নিট ও ওভেন পোশাকের জন্য প্রয়োজনীয় বস্ত্রের যথাক্রমে ৮০-৮৫ শতাংশ এবং ৩৫-৪০ শতাংশ পূরণে সক্ষম হচ্ছে। এই শিল্পে বর্তমানে প্রায় ৫০ লক্ষাধিক জনবল নিয়োজিত রয়েছে। দেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮২ শতাংশ বস্ত্র পণ্য ও তৈরি পোশাক রপ্তানি থেকে আসছে। বস্ত্র খাতের সিংহভাগ শিল্প কারখানাই ব্যক্তিমালিকানায় পরিচালিত হচ্ছে। দেশে বর্তমানে কটন স্পিনিং মিলের সংখ্যা ৪১৪টি (সরকারি খাতে ২২টি ও বেসরকারি খাতে ৩৯২টি) এবং এ সকল মিলের সুতা উৎপাদন ক্ষমতা ২,০৮১.০০ মিলিয়ন কেজি। তাছাড়া বার্ষিক ২,৬৫০ মিলিয়ন মিটার উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ৭৮২ টি উইভিং মিল রয়েছে। স্পেশালাইজড টেক্সটাইল ও পাওয়ার লুম ইউনিট ১,০৬৫টি যার উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৪০০ মিলিয়ন মিটার। অধিকন্তু হস্তচালিত ইউনিটের সংখ্যা ১,৪৮,৩৪২টি এবং এর উৎপাদন ক্ষমতা ৮৩৭ মিলিয়ন মিটার। নিটিং, নিট -ডাইয়িং ইউনিটের সংখ্যা সর্বমোট ৩,০০০টি, তন্মধ্যে রপ্তানিমুখী ইউনিটের সংখ্যা ১,৪০০টি। ৩১৫টি ডায়িং-ফিনিশিং ইউনিট এর উৎপাদন ক্ষমতা ৩,০০০ মিলিয়ন মিটার। সরকারি ও বেসরকারি খাতে বিগত ২০০০-০১ সাল থেকে ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত সুতা ও কাপড়ের উৎপাদনের পরিসংখ্যান নিম্নের সারণি ১৪.৬ এ দেখানো হ'লঃ

সারণি ১৪.৬: সরকারি ও বেসরকারি খাতে সুতা ও কাপড় উৎপাদন

বছর	সুতার উৎপাদন (মিলিয়ন কেজি)			কাপড়ের উৎপাদন (মিলিয়ন মিটার)		
	সরকারি খাত	বেসরকারি খাত	মোট	সরকারি খাত	বেসরকারি খাত	মোট
২০০০-০১	১৪.৮২	২২৮.৮৪	২৪৩.৬৬	-	১,৮৪৫.০০	১,৮৪৫.০০
২০০১-০২	১৪.৪৩	২৫১.৪৬	২৬৫.৮৯	-	২,০৫০.০০	২,০৫০.০০
২০০২-০৩	৯.৩৬	৩৪০.০০	৩৪৯.৩৬	-	২,২০০.০০	২,২০০.০০
২০০৩-০৪	৯.৭১	৩৮০.০০	৩৮৯.৭১	-	২,৭৫০.০০	২,৭৫০.০০
২০০৪-০৫	৯.৪৮	৪৫০.০০	৪৫৯.৪৮	-	৩,১০০.০০	৩,১০০.০০
২০০৫-০৬	৮.০০	৫৩৮.০০	৫৪৬.০০	-	৪০৯০.০০	৪০৯০.০০
২০০৬-০৭	৮.৮৬	৬০৮.৮৬	৬১৭.৭২	-	৪৯১০.০০	৪৯১০.০০
২০০৭-০৮	৭.৯৫	৭১০.০০	৭১৭.৯৫	-	৫,৮০০.০০	৫,৮০০.০০
২০০৮-০৯	২.৩৩	৩৭৬.৭৪	৩৭৯.০৭	-	৬,৩৮০.০০	৬,৩৮০.০০
২০০৯-১০	১.১৪	১০০০.০০	১০০১.১৪	-	৭,২০০.০০	৭,২০০.০০
২০১০-১১	২.৪০	১৭০০.০০	১৭০২.৪০	-	৭৩৫০.০০	৭৩৫০.০০
২০১১-১২	০.৯৩	১৬৪০.০০	১৬৪০.৯৩	-	৭২০০.০০	৭২০০.০০
২০১২-১৩	১.৬৬	১৭২০.০০	১৭২১.৬৬	-	৭,৪০০.০০	৭,৪০০.০০
২০১৩-১৪*	১.৩২	৮০০.০০	৮০১.৩২	-	৩৫৫০.০০	৩৫৫০.০০

উৎসঃ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, * ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত

তাঁত ও রেশম

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তাঁত শিল্পের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কৃষির পরই তাঁত শিল্পের স্থান। তাঁত শুমারি, ২০০৩ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশে মোট তাঁত সংখ্যা ৫,০৫,৫৫৬টি। এর মধ্যে ৩,১৩,২৪৫টি তাঁত চালু আর বাকি প্রায় ১,৯২,৩১১টি তাঁত অচল রয়েছে। তাঁত অচল থাকার প্রধান কারণ চলতি মূলধনের অভাব। এই শিল্পে সারা বছর প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষের অধিক। তাঁত শিল্পে বর্তমান অর্থবছরে প্রায় ৮৩ কোটি মিটার তাঁত বস্ত্র উৎপাদিত হয়। দেশের অভ্যন্তরীণ বস্ত্র চাহিদা মেটাতে দেশে উৎপাদিত মোট বস্ত্রের ৪০ শতাংশের বেশি তাঁত শিল্পে উৎপাদিত হয়। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জানুয়ারি, ২০১৪ পর্যন্ত ৩৮,৬০৭ জন তাঁতিকে ৪৯,৫৪৭টি তাঁতের বিপরীতে মোট ৫,৬৩৩.৩১ কোটি টাকা ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে। বিতরণকৃত ঋণের কিস্তি বাবদ ৩,৬৩৮.৪০ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে এবং আদায়ের হার ৬১.৬৭ শতাংশ।

দেশে রেশম পণ্যের উৎপাদনে বেসরকারি উদ্যোক্তাগণ (ব্যক্তি উদ্যোক্তা, এনজিও, শিল্প মালিক, আমদানিকারক ইত্যাদি) অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের দায়িত্ব পালনে বেসরকারিখাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের সাথে জড়িত বেসরকারি উদ্যোক্তা, আমদানি-রপ্তানিকারকগণ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সর্বাত্মক সহযোগিতা ও সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে এবং রেশম পণ্যের মান উন্নয়ন ও রপ্তানি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের উপর দীর্ঘ মেয়াদি কোর্সে ৬০৬ জন এবং স্বল্প মেয়াদি কোর্সে ৪,৭৬৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ সকল শিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষণার্থীদের প্রায় সকলেই বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, ব্র্যাক, প্রশিকা, আরআরএস, টিএমএসএস, আইআইআরডি, কারিতাস কিংবা অন্য কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থেকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন।

পাট

বর্তমানে বাংলাদেশ জুট মিলস্ এসোসিয়েশন (বিজেএমএ)-এর সদস্যভুক্ত মিলের সংখ্যা মোট ১৩১টি, এর মধ্যে ৩৮টি বেসরকারিকরণকৃত এবং নতুন স্থাপিত ৯৩টি মিল। পাট ও পাটজাত দ্রব্য দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বিশেষ অবদান রাখছে এবং বিপুল সংখ্যক জনবল পাট উৎপাদন ও পাট শিল্পের বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে জড়িত রয়েছে। বেসরকারি শিল্প উদ্যোক্তাদেরকে শিল্প স্থাপনের জন্য আর্থিক অনুদানসহ প্রযুক্তিগত ও অন্যান্য সুবিধা প্রদান এবং উচ্চমূল্য সংযোজিত বহুমুখী পাটজাত পণ্য সামগ্রী উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীনে জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) স্থাপন করা হয়। জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার -এর সুপারিশ ও আর্থিক সহায়তায় ইতোমধ্যে ১২টি মাঝারি শিল্প স্থাপিত হয়েছে।

নিম্নের সারণি ১৪.৭ এ সরকারি ও বেসরকারিখাতের পাটজাত পণ্যের ২০০০-০১ থেকে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত সময়ের রপ্তানির পরিমাণ দেখানো হলঃ

সারণি ১৪.৭: সরকারি ও বেসরকারি খাতের পাটজাত পণ্যের রপ্তানি মূল্য

(কোটি টাকা)

অর্থবছর	সরকারি	বেসরকারি	
	বিজেএমসি	বিজেএমএ	বিজেএসএ
২০০০-০১	৫৯৯.৫৮	১৩৪.৪২	৪৬৯.৮৯
২০০১-০২	৫৩৬.৭৬	১৩৬.২৫	৫৫৭.৭১
২০০২-০৩	৫১৯.৭১	১৪১.৩৭	৫৮৩.৮৫
২০০৩-০৪	৪৪০.৫৩	১৭৯.১৮	৬২৪.৭১
২০০৪-০৫	৩৯৬.২১	১৯২.২৪	৯৫৫.৮৮
২০০৫-০৬	৫০৮.২৫	৪০১.৩১	১১৬১.৮৫
২০০৬-০৭	৪৩৮.৫০	৪৪৭.৯৬	১৩৩৫.১৯
২০০৭-০৮	৪৮৮.৮১	৫৪২.৩৯	১৫৮১.৬১
২০০৮-০৯	৪৩৩.১৮	৪৬৩.২২	১,৪৭৯.৯৩
২০০৯-১০	৬৫৪.৬৯	৭৪৬.১৪	২,৫৪৮.৭৩
২০১০-১১	৯৪৩.৪২	৬৮১.৫২	৩,৩৯৬.১৭
২০১১-১২	১,০৫৯.৫৩	৯১৯.৭৬	৩,৩৬৭.০২
২০১২-১৩	১,৩৬৩.১৮	১,১১৪.৩১	৩৪৯৬.২৫
২০১৩-১৪*	৩৩৭.১৪	৪২৫.৫৪	১৩৩৫.৫০

উৎসঃ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, * জানুয়ারি '১৪ পর্যন্ত।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) খাত

বর্তমান সরকারের অন্যতম নির্বাচনী অংগীকার ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ করা। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি স্বনির্ভর মধ্য-আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে সরকার 'রূপকল্প-২০২১' ঘোষণা করেছে। 'রূপকল্প-২০২১' বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালার লক্ষ্য হচ্ছে সকল খাতের অংশগ্রহণে দেশে একটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তোলা। জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালার আলোকে বেসরকারি খাতকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদে ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। এসব তথ্যকেন্দ্র থেকে গ্রামীণ জনপদের মানুষ সরকারি-বেসরকারি এবং বাণিজ্যিক তথ্য ও সেবা পাচ্ছে।

হাই-টেক পার্ক

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গতি সঞ্চারের লক্ষ্যে এদেশে হাই-টেক পার্ক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ইতিমধ্যে দেশে হাই-টেক পার্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা এবং বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকার কালিয়াকৈরে সরকারি-বেসরকারি অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে হাই-টেক পার্ক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্কের উন্নয়ন কার্যক্রমকে এগিয়ে নেয়ার জন্য দুইটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, সিলেট জেলার কোম্পানিগঞ্জ উপজেলাধীন খলিতাজুরী বিলের পাড় মৌজায় ১৬২.৮৩ একর অকৃষি খাস জমি বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ সিলেট ইলেকট্রনিক সিটির অনুকূলে টোকেনমূল্যে বরাদ্দ প্রদান করেছে।

আইসিটি ইনকিউবেটর

কাওরান বাজারস্থ বিডিবিএল ভবনে স্থাপিত আইসিটি ইনকিউবেটর বর্তমানে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এখানে ছোট বড় ৪১টি উদ্যোক্তা কোম্পানি তাদের আইটি ব্যবসা পরিচালনা করছে।

সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সরকার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং উচ্চ প্রযুক্তি শিল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশে সফটওয়্যার পার্ক স্থাপনের কার্যক্রম শুরু করেছে। সফট্ওয়্যার টেকনোলজি পার্ক কর্তৃপক্ষ নিজস্ব উদ্যোগে ঢাকার কাওরান বাজারস্থ জনতা টাওয়ার-এ সফট্ওয়্যার টেকনোলজি পার্ক গড়ে তোলার কাজ শুরু করেছে। ইতোমধ্যে ১১টি কোম্পনিকে স্পেস বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান পূর্ণোদ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করছে।

তথ্য প্রযুক্তিতে মানবসম্পদ উন্নয়ন

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের অধীনে Bangladesh Korea Institute of Information and Communication Technology (BKIICT) দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করার পাশাপাশি কম্পিউটার বিষয়ে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পেশাগত মান উন্নীত করার কাজ করে আসছে। এ পর্যন্ত সরকারি কাষ্টমাইজড কোর্সে ১,৪৪০ জন, সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণে ৭,৯৭৮ জন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ২৯৭ জন, মাস্টার ট্রেইনার ৭,৮৯০ জন শিক্ষক ১,১২,১৮৯ জন ছাত্র-ছাত্রী, ইউআইএসসি উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণে ৫,৬৭০ জন, ডিপ্লোমা ও পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্সে ৪১৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত কর্মসূচির অন্যতম হচ্ছে জাতীয় আইসিটি ইন্টার্নশীপ। উক্ত প্রোগ্রামের মাধ্যমে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ১৩ টি ব্যাচে মোট ২,৮৯৮ জনের ইন্টার্নির

সুযোগ পেয়েছে। বর্তমানে আরো ১০০ জন ইন্টার্নি বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য অপেক্ষমান রয়েছে।

টেলিযোগাযোগ খাত

টেলিফোনের বিপুল চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে Fixed Telephone (PSTN) সেবা প্রদানের জন্য সেন্ট্রাল জোন (Dhaka Multi Exchange Area) বাদে অন্যান্য এলাকার জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। বেসরকারি খাতে Fixed Telephone লাইসেন্স প্রদান করায় এ খাতে দেশি-বিদেশি এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিনিয়োগের পথ উন্মুক্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে অনেক বিনিয়োগকারী বিনিয়োগ শুরু করেছেন। বেসরকারি খাতে ফিক্সড ফোন লাইসেন্স প্রদান করায় বিপুলসংখ্যক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ২০০৪ সালে দেশে মোবাইল ফোনের গ্রাহক ছিল মাত্র ৪০ লক্ষ, জানুয়ারি, ২০১৪ এ সংখ্যা ১১.০০ কোটি অতিক্রম করেছে। বর্তমানে মোবাইল খাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ১০ লক্ষাধিক লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। এখাত হতে বিপুল পরিমাণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর, ভ্যাট ইত্যাদি আদায় হয়, যা সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। বেসরকারি খাতের বিকাশের ফলে সেলুলার মোবাইল টেলিকম অপারেটরের মধ্যে সেবা প্রদানে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া অপারেটরদের ফিক্সড ফোন ও মোবাইল কোম্পানির ট্যারিফ পূর্বের তুলনায় ১৫ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস পেয়েছে। ফলে জনগণের পক্ষে স্বল্প মূল্যে দেশ-বিদেশে টেলিফোনে কথা বলা সম্ভব হচ্ছে। ইতোমধ্যে তিন পার্বত্য জেলা সদরে মোবাইল নেটওয়ার্ক চালু হয়েছে। জানুয়ারি, ২০১৪ পর্যন্ত বিভিন্ন কোম্পানির মোবাইল টেলিফোন গ্রাহকের সংখ্যা সারণি ১৪.৮ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১৪.৮: বিভিন্ন মোবাইল ফোনের গ্রাহক সংখ্যা (জানুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত)

	অপারেটর	গ্রাহক (কোটি)
১.	গ্রামীণ ফোন লিমিটেড (জিপি)	৪.৭৬
২.	ওরাসকম টেলিকম বাংলাদেশ লিমিটেড (বাংলালিংক)	২.৮৯
৩.	রবি এস্কাইটা লিমিটেড (রবি)	২.৫৬
৪.	এয়ারটেল বাংলাদেশ লিমিটেড(এয়ারটেল)	০.৮২
৫.	পেসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড (সিটিসেল)	০.১৪
৬.	টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড (টেলিটক)	০.২৯
	মোটঃ	**১১.৪৬**

উৎসঃ www.btrc.gov.bd.

বিদ্যুৎ খাত

বিদ্যুৎ শিল্পায়নের জন্য অপরিহার্য। সরকারের যুগোপযোগী পদক্ষেপের ফলে বর্তমানে দেশের মোট জনগণের ৬২ শতাংশ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জানুয়ারি, ২০১৪ পর্যন্ত সরকারি খাতে ১০,৮০৪.৮৯ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার এবং বেসরকারি খাতে (আইপিপি, এসআইপিপি, রেন্টাল, আরইবি) ১২,৩৯৯.৩৪ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ মোট ২৩,২০৪.২৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার নীট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। মোট নিট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৪৬.৫৬ শতাংশ সরকারি খাতে এবং ৫৩.৪৪ শতাংশ বেসরকারি খাতে উৎপাদিত হয়েছে। বেসরকারি খাতে মোট ৩,৩৯৬ মেগাওয়াট ক্ষমতার আরও ২০টি সহ সর্বমোট ৬,৮৮৪ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৩৪টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন রয়েছে।

বিমান কর্তৃপক্ষ

সরকারের বেসরকারিকরণ নীতিমালা অনুসরণে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ দেশের বিমান বন্দরগুলোর নন-রেগুলেটরি কাজগুলো বেসরকারিকরণের পরিকল্পনা নিয়েছে। ইতোমধ্যে শাহ্ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের পরিস্কার- পরিচ্ছন্নতার কাজ পরিচালনার জন্য স্থানীয় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এছাড়া বিমান বন্দরের অন্যান্য ম্যানেজমেন্টকে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে পরিচালনার জন্য দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কার্যক্রম চলছে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের কার্গো হ্যান্ডলিং ও অন্যান্য নন-রেগুলেটরি কাজকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালনা করার পরিকল্পনা চলছে। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় বিমান পুনর্গঠন ও বাণিজ্যিকিকরণের নিমিত্ত গঠিত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে উপদষ্টা কাউন্সিল কর্তৃক বিমানকে শতকরা ১০০ ভাগ মালিকানায় রেখে জনবল হ্রাসের মাধ্যম পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি (পিএলসি)-তে রূপান্তর করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক রুটে চলাচলের জন্য বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ রিজেন্ট এয়ারওয়েজকে Air Operator Certificate প্রদান করেছে এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রুটে ফ্লাইট পরিচালনার জন্য নোভো-এয়ারকে অনাপত্তি সনদ প্রদান করেছে।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

সরকারের জাতীয় নৌ-পরিবহণ নীতিমালায় বন্দরখাতে ব্যক্তিখাতের অংশগ্রহণকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। বেসরকারিখাতের বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ BOT (Build, Operate & Transfer) ভিত্তিতে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ নৌ-বন্দরের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, কনটেইনার টার্মিনাল নির্মাণ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদি প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দরের অপারেশনাল কর্মকান্ডে স্টিভডোরস, ক্লিয়ারিং এন্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্টস এবং ইক্যুইপমেন্ট হ্যান্ডলিং অপারেটরসহ বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত আছে। সরকারের বেসরকারিকরণ নীতির অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম কন্টেইনার টার্মিনাল পরিচালনার জন্য বেসরকারি অপারেটর নিয়োগ করা হয়েছে। সদরঘাট লাইটারেজ জেটি ২৫ বছরের জন্য লিজ দিয়ে তা বেসরকারি খাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। বন্দরে কার্গো হ্যান্ডলিং-এর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বন্দরের অপারেশনাল বিভিন্ন ইক্যুইপমেন্ট বেসরকারি খাতে লিজ দেয়া এবং বেসরকারি খাতে আইসিডি (ইনল্যান্ড কনটেইনার ডিপো) নির্মাণ সরকার উৎসাহিত করছে। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এর লাইসেন্স প্রাপ্ত ৫২টি স্টিভডোর এবং প্রায় ৩,০০০ সিএন্ডএফ এজেন্ট বেসরকারি খাতে বন্দরে মালামাল খালাস ও ছাড়করণে নিয়োজিত আছে। এছাড়া, বন্দর স্টেডিয়ামের পার্শ্বে এক্স ও ওয়াই শেড এলাকা খালি কনটেইনার রাখার জন্য বেসরকারি অপারেটরকে লিজ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া স্পেশাল বার্থ যথাঃ সিমেন্ট ক্লিংকার জেটি, কাফকো এমোনিয়া জেটি, কাফকো ইউরিয়া ফার্টিলাইজার জেটিসমূহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/সংস্থা কর্তৃক ব্যবহৃত হচ্ছে।

অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ

অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে বেসরকারি খাতের প্রায় ৯৫ শতাংশ যাত্রী ও মালামাল পরিবাহিত হয়ে থাকে। এ ছাড়াও অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থাপিত ২২টি নদী বন্দরের আওতাধীন বিভিন্ন ঘাটসহ পন্টুন সুবিধাপ্রাপ্ত গ্রামীণ লঞ্চঘাটসমূহ বেসরকারি খাতে ইজারার মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে থাকে। অধিকন্তু, পন্টুন এবং জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত কাজ সহনীয় বেসরকারি ডক ইয়ার্ডে সম্পাদিত হয়ে থাকে। বিআইডব্লিউটি সেক্টরের বিভিন্ন ধরণের অবকাঠামোগত সুবিধা বেসরকারি ঠিকাদারের মাধ্যমে নির্মাণ করা হয়ে থাকে। খনন কার্যক্রম (ড্রেজিং) সরকারি খাতের ড্রেজারের পাশাপাশি বর্তমানে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ড্রেজার দ্বারা সম্পাদিত হচ্ছে। উক্ত খনন কার্যক্রম ছাড়াও সংরক্ষণ খননসহ হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ/জলজরিপ কাজ বেসরকারি খাত দ্বারা সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং বিআইডব্লিউটিএ'র যৌথ উদ্যোগে একটি কন্টেইনার টার্মিনাল ঢাকার পানগাঁওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। আইডব্লিউটিএ সেক্টরের উন্নয়ন কর্মকান্ডে বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করার জন্য বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের উপর্যুক্ত উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে বেসরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রসার ও উন্নয়ন ঘটবে

এবং ভবিষ্যতে ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ আইডব্লিউটিএ সেক্টরের অবকাঠামো উন্নয়নসহ নৌ-পথের ড্রেজিং এবং হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ কার্যক্রমে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হবে।

পর্যটন

সরকারের বেসরকারিকরণ নীতির আলোকে পর্যটকদের উন্নত সেবা প্রদান এবং আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে কক্সবাজারস্থ মোটেল প্রবাল, উপল, লাবনী, সিলেট পর্যটন মোটেল, মৌলভীবাজারস্থ রেস্ট হাউজ, রুচিতা রেস্তোঁরা ও বার, সাকুরা রেস্তোঁরা ও বার, চিলড্রেন এ্যামিউজমেন্ট পার্ক, ভাটিয়ারি গলফ ক্লাব, বার এবং ফয়'স লেক বেসরকারি সংস্থার নিকট ইজারা প্রদান করা হয়েছে।

বীমা

রাষ্টীয় মালিকানাধীন বীমা শিল্পের প্রসারের পাশাপাশি বেসরকারি বীমা কোম্পানিকে উৎসাহিত করার জন্য সরকার নানামুখী নীতি-কৌশল গ্রহণ করেছে। ফলে বর্তমানে দেশে বেসরকারি মালিকানাধীন ৪৫টি সাধারণ বীমা কোম্পানি ও ৩০ টি জীবন বীমা কোম্পানি বীমা ব্যবসায় নিয়োজিত রয়েছে। তাছাড়া সরকারি খাতে জীবন বীমা কর্পোরেশন ও সাধারণ বীমা কর্পোরেশন বীমা ব্যবসায় নিয়োজিত আছে। ২০০২ সালে বেসরকারি সাধারণ বীমা কোম্পানির মোট প্রিমিয়াম আয় ছিল ৪৫০.৭ কোটি টাকা যা ২০১৩ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১,৯০৩.২ কোটি টাকা। সরকারি ও বেসরকারি সাধারণ বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয়ের পরিসংখ্যান সারণি ১৪.১০-এ প্রদান করা হলোঃ

সারণি ১৪.৯: সাধারণ বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয়

(কোটি টাকা)

সাল	মোট প্রিমিয়াম			সরকারি খাতের অংশ	বেসরকারি খাতের অংশ	প্রবৃদ্ধির হার		
	সরকারি খাতঃসাধারণ বীমা কর্পোরেশন	বেসরকারি খাতের বীমা কোম্পানিসমূহ	মোট			সরকারি খাতঃসাধারণ বীমা কর্পোরেশন (%)	বেসরকারি খাতের বীমা কোম্পানিসমূহ (%)	মোট (%)
২০০২	১৪২.৩	৪৫০.৭	৫৯৩.	২৪.০	৭৬.০	৭.১	৯.৯	৯.২
২০০৩	১৩৯.৬	৫১১.২	৬৫০.৮	২১.৫	৭৮.৫	-১.৯	১৩.৪	৯.৭
২০০৪	১৩৯.০	৬০০.৪	৭৩৯.৪	১৮.৮	৮১.২	-০.৪	১৭.৪	১৩.৬
২০০৫	১৫৭.৮	৭০৯.৫	৮৬৭.৩	১৮.২	৮১.৮	১৩.৫	১৮.২	১৭.৩
২০০৬	১৮৬.০	৭৯৭.৬	৯৮৩.৬	১৮.৯	৮১.১	১৭.৯	১২.৪	১৩.৪
২০০৭	২২৪.৯	৯৪১.৭	১১৬৬.৬	১৯.৩	৮০.৭	২০.৯	১৮.১	১৮.৬
২০০৮	২৫৩.৫	১১১৬.৪	১৩৬৯.৯	১৮.৫	৮১.৫	১২.৭	১৮.৬	১৭.৪
২০০৯	২৮৫.২	১২২৮.৪	১৫১৩.৬	১৮.৮	৮১.২	১২.৫	১০.০	১০.৫
২০১০	২৯৪.৩	১৪৮৮.৪	১৭৮২.৭	১৬.৫	৮৩.৫	৩.২	২১.২	১৭.৮
২০১১	৩৪৬.৫	১৭২৭.৪	২০৭৩.৯	১৬.৭	৮৩.৩	১৭.৭	১৬.১	১৬.৩
২০১২	৩৮৬.৫	২৩৯৪.১	২৭৮০.৬	১৩.৯	৮৬.১	১১.৫	৩৮.৬	৩৪.১
২০১৩	৩৬৭.৯	১৯০৩.২	২২৭১.১	১৬.২	৮৩.৮	-৪.৮	-২০.৫	-১৮.৩

উৎসঃ বীমা অধিদপ্তর

লেখচিত্র ১৪.৯: সাধারণ বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয় - সরকারি ও বেসরকারি খাতের তুলনা

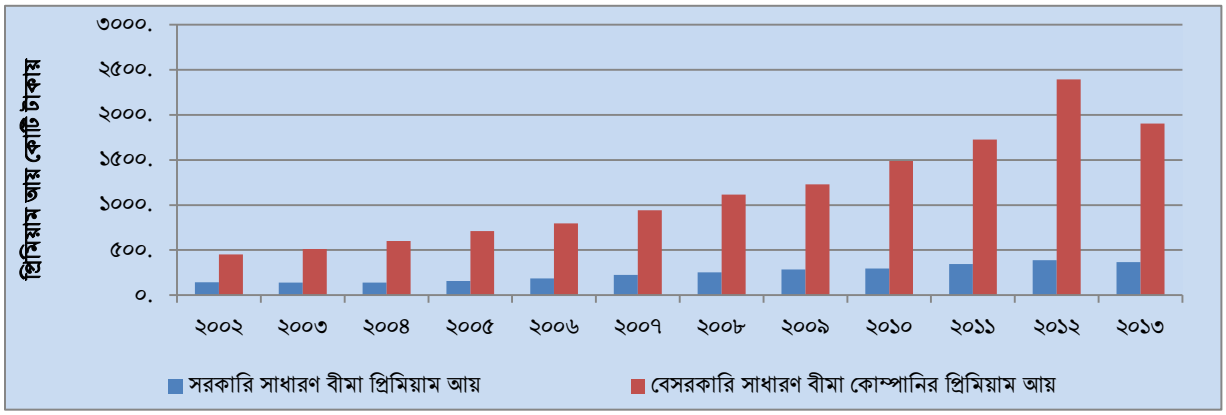

সরকারি জীবন বীমা খাতে জীবন বীমা কর্পোরেশন ও ৩০ টি বেসরকারী জীবন বীমা কোম্পানি ২০১৩ সালে জীবন বীমা প্রিমিয়াম আয় করেছে ৬,১০২.০ কোটি টাকা যা ২০০২ সালে ছিল ৮২৭.৪ কোটি টাকা। সরকারি ও বেসরকারি জীবন বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয়ের পরিসংখ্যান সারণি ১৪.১০-এ প্রদান করা হলোঃ

সারণি ১৪.১০: জীবন বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয়

সাল	মোট প্রিমিয়াম			সরকারি খাতের অংশ	বেসরকারি খাতের অংশ	প্রবৃদ্ধির হার		
	সরকারি জীবন বীমা কর্পোরেশন	বেসরকারি খাতের বীমা কোম্পানিসমূহ	মোট			সরকারি জীবন বীমা কর্পোরেশন (%)	বেসরকারি খাতের বীমা কোম্পানিসমূহ (%)	মোট (%)
২০০২	১৭৯.২	৮২৭.৪	১০০৬.৬	১৭.৮	৮২.২	-৮.৮	২৮.৬	১৯.৮
২০০৩	১৯৩.৯	১০৫৯.০	১২৫২.৯	১৫.৫	৮৪.৫	৮.২	২৮.০	২৪.৫
২০০৪	১৭৭.৮	১৩৩৫.৯	১৫১৩.৭	১১.৭	৮৮.৩	-৮.৩	২৬.১	২০.৮
২০০৫	২০৩.৭	১৮৪১.০	২০৪৪.৭	১০.০	৯০.০	১৪.৬	৩৭.৮	৩৫.১
২০০৬	২২৩.৪	২৪৫৯.৫	২৬৮২.৯	৮.৩	৯১.৭	৯.৭	৩৩.৬	৩১.২
২০০৭	২৬৫.০	২৯১৬.৫	৩১৮১.৫	৮.৩	৯১.৭	১৮.৬	১৮.৬	১৮.৬
২০০৮	৩০৭.৮	৩৫৯৭.৫	৩৯০৫.৩	৭.৯	৯২.১	১৬.২	২৩.৩	২২.৮
২০০৯	৩৩৪.৭	৪৫৯৫.৮	৪৯৩০.৫	৬.৮	৯৩.২	৮.৭	২৭.৭	২৬.৩
২০১০	৩৪৬.০	৫৫০৮.৯	৫৮৫৪.৯	৫.৯	৯৪.১	৩.৪	১৯.৯	১৮.৭
২০১১	৩০৭.৯	৫৯৭৩.৫	৬২৮১.৪	৪.৯	৯৫.১	-১১.০	৮.৪	৭.৩
২০১২	৩৪৩.২	৬২৪৩.৯	৬৫৮৭.১	৫.২	৯৪.৮	১১.৫	৪.৫	৪.৯
২০১৩	৩২৬.০	৬১০২.০	৬৪২৮.০	৫.১	৯৪.৯	-৫.০	-২.৩	-২.৪

উৎসঃ বীমা অধিদপ্তর

লেখচিত্র ১৪.১০: জীবন বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয় – সরকারি ও বেসরকারি খাতের তুলনা

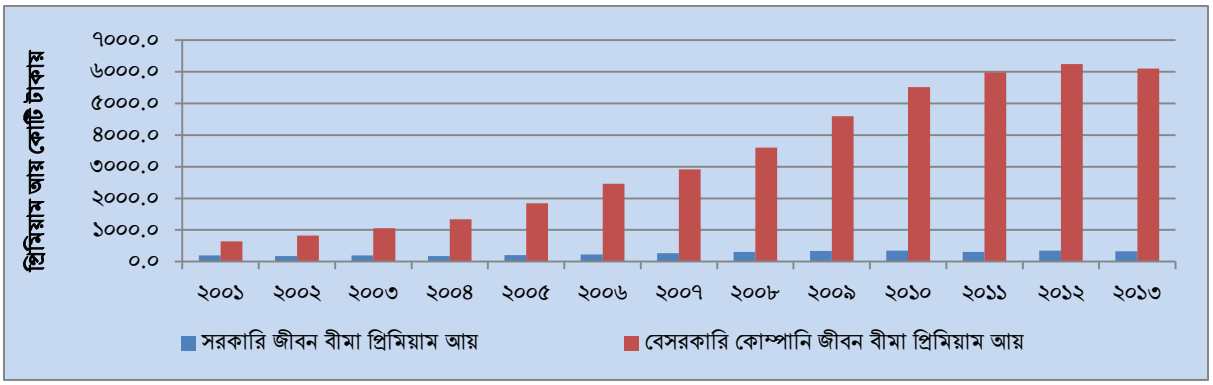

শিক্ষা খাত

মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কারিগরি, মাদ্রাসা ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি সুযোগ-সুবিধাদি সম্প্রসারণ এবং শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাত ব্যাপক সহায়তা প্রদান করে আসছে। রাজস্ব বাজেটের উপর চাপ লাঘবের এবং শিক্ষায় বিদেশ নির্ভরতা হ্রাসের লক্ষ্যে সরকার শিক্ষাখাতে বেসরকারিকরণকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করছে। এ উদ্যোগের ফলে দেশে বেসরকারিখাতে বহু সংখ্যক স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। সারাদেশে এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১,৩৫১ টি; এর মধ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৯০১টি, মাদ্রাসা ২৮৯টি, কলেজ ১৬১টি । এ সকল প্রতিষ্ঠানের নতুন করে ৫৬,৯৫৯ জন শিক্ষক ও কর্মচারীকে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। ২০১৪ সালের মার্চ পর্যন্ত ৫,০৮৬ জন সহকারি গ্রন্থগারিকদের এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। ক্রমবর্ধমান চাহিদা মোকাবেলার লক্ষ্যে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির পাশাপাশি সরকার বেসরকারি খাতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ পাশ করেছে। এ উদ্যোগের ফলে দেশে এ পর্যন্ত ৭৯টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উচ্চশিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণে এবং তা বিশ্বমান পর্যায়ে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে 'এ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল ফর প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ, ২০১২-এর একটি প্রবিধানমালার খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়-এর বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম' এর আওতায় একাডেমিক, প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়াবলী নিশ্চিত করা হচ্ছে।

স্বাস্থ্য খাত

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতাল/ক্লিনিক ও সংস্থাকে রাজস্ব বাজেট হতে অনুদান প্রদান করছে। বর্তমানে বেসরকারি খাতে ৫৪টি মেডিকেল কলেজ, ১৪টি ডেন্টাল কলেজ, এবং ৫৩,৪৪৮টি শয্যাসহ ২,৯৬৬টি বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিক রয়েছে। পাশাপাশি ৫,৭২১টি উন্নতমানের ডায়াগনস্টিক সেন্টার উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে এনজিওদের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মসূচির আওতায় এইচআইভি/এইডস ও পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নে বেশ কিছু এনজিও সম্পৃক্ত রয়েছে। অনুমোদিত ৫২টি ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি হতে সহযোগী মানবসম্পদ তৈরী করা হচ্ছে। দেশে বর্তমানে ৪১টি ব্লাড ব্যাংক চালু আছে। স্বাস্থ্য খাতে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) এর আওতায় বিনিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে, পিপিপি'র আওতায় দেশের দুটি সরকারি হাসপাতালে [চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনি ডিজিস এন্ড ইউরোলজি (নিকডো)] কিডনি ডায়ালাইসিস সেন্টার এর সম্প্রসারণের কাজ চলছে।

বাংলাদেশে খুবই উন্নত প্রযুক্তির কিছু ঔষধ ছাড়া প্রয়োজনীয় প্রায় সকল প্রকার ঔষধ বর্তমানে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হয়। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর এর তথ্য মতে দেশে সর্বমোট ২৬৯ টি এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুতকারী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বছরে ২৪,০০০ ব্রান্ডের ১২,৫৬৫ কোটি টাকার ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল উৎপাদন করছে। দেশীয় চাহিদার প্রায় শতকরা ৯৭ ভাগ ঔষধ বর্তমানে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হয়। এর পাশাপাশি জাতীয় স্বাস্থ্যসেবায় আইনগত স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রাচ্যের শাস্ত্রীয় ও পাশ্চাত্যের হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক ঔষধের অবদানও উল্লেখযোগ্য। ঔষধ শিল্পে উৎপাদিত ঔষধ আন্তর্জাতিক মান-সম্পন্ন হওয়ায় বর্তমানে বাংলাদেশ ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামালসহ ৪২টি কোম্পানির উৎপাদিত বিভিন্ন ব্রান্ডের ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল যুক্তরাজ্য ,যুক্তরাষ্ট্র ,কানাডা, জাপান, ইটালী, কোরিয়া, মালয়েশিয়া ও সৌদি আরবসহ বিশ্বের প্রায় ৮৭টি দেশে রপ্তানি হয়ে আসছে এবং এ সুবাদে বাংলাদেশ ঔষধ আমদানিকারক দেশের পরিবর্তে রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে গৌরব অর্জন করছে। ২০১২ সালে ৫৫১ কোটি টাকার এবং ২০১৩ সালে ৬১৯ কোটি টাকার ঔষধ রপ্তানি হয়েছে। নিম্নোক্ত সারণিতে রপ্তানি সংক্রান্ত পরিসংখ্যান দেয়া হলোঃ

১৪.১১ স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল রপ্তানি

(কোটি টাকা)

বছর	প্রস্তুতকৃত ঔষধ	ঔষধের কাঁচামাল	যে কয়টি দেশে রপ্তানি হয়
২০০১	৩১.৮০	১.১০	১৭
২০০২	৪০.৬৯	৪.৩০	৩২
২০০৩	৫৪.৫৫	৮.৭৩	৫১
২০০৪	১৪০.০০	১৩.৮৯	৬২
২০০৫	১৪২.১০	১৪.৭৫	৬৭
২০০৬	২৫১.৯৯	১৪.৩৪	৬১
২০০৭	২৩৪.৭১	১৩.০৩	৬৭
২০০৮	৩১৩১০.৭০	১৪.৬১	৭১
২০০৯	৩৩৫.২১	১১.৯৬	৭৩
২০১০	৩২৭.৪৩	৫.১২	৮৪
২০১১	৪২১.২২	৪.৯৩	৮৭
২০১২	৫৩৯.৬২	১১.৬০	৮৭
২০১৩	৬০৩.৮৭	১৬.০৬	৮৭

উৎসঃ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর